আমাদরে পরবর্তী অনুষ্ঠান

সুর ও ছন্দ

সপ্টেম্বের ৪ (শনবিার), ২০১০

বাংলা গান, বাংগালীর প্রাণ

চিরায়ত বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি হাজার বছর ধরে আমাদের বেভুল মানুষ করে মজিয়ে রেখেছে। শত প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে আমরা গড়েছি পদ্মা-মেঘনার দুই কূলে আমাদের ভালবাসার একরত্তি বাবুই পাখির বাসা। বহতা নদীর কুল-কুল ধ্বনি, ভোরের কুয়াশায় শিশিরের মুক্তো, দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া পায়ে চলা মেঠো পথ, মধ্য দুপুরে জাম-জারুলের ছায়ায় ঝিমানো ক্লান্ত পথিক কিংবা ধল প্রহরে মগডালে বসে থাকা পাখির কলতান - আবহমান কাল ধরে আন্দোলিত করেছে আমাদের ভাবুক মন। কবিতার চিত্রকল্পের মত আমাদের চিরহরিৎ প্রকৃতি, ষড়ঋতুর রং-এ রাঙানো সোনার বাংলা আনমনা করেছে নায়ের মাঝি, মাঠের রাখাল, বিবাগী বাউল কিংবা চারণ কবির সরল মনকে। তাইতো অবলীলায় তাঁরা বেঁধেছে সব অবিনাশী গান। দেশ, জাতি, প্রেম, বিরহ ও ঈশ্বর বন্দনা উঠে এসেছে এসব গানে। একেকটি গান যেন জীবনের বর্ণালী রং, বিবর্ণধারাপাত কিংবা চাওয়া-পাওয়ার দৃশ্যকাব্য। আমাদের চৈতন্যে গান হয়ে উঠে সূরের দাঁড়, পায় ভালোবাসার ছাড়পত্র। গান গেয়ে আমাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, চিরস্মরণীয় হয়েছেন অনেক ক্ষণজন্মা শিল্পী। আজকের এই নান্দনিক সন্ধ্যায় শ্রদ্ধা ভরে তাঁদের স্মরণ করছি।

বাংলা গানের বিশাল ভান্ডারকে ঋদ্ধ করেছে যুগ যুগ ধরে এমনি অনেক জানা-অজানা গীতিকবি। লালন-হাছন, রবীন্দ্র-নজরুল -এঁরা সবাই হাজার হাজার কালজয়ী গানের জনক যা আমাদের মনন চর্চার এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলা গান হয়ে উঠেছে আমাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার বুননে তৈরী অনুপম এক নকশী কাঁথা।

তাইতো আমরা গানের ভেলায় ভাসাই বেলা, সকাল দুপুর সন্ধ্যাবেলা।

বিদেশী আমন্ত্রিত শিল্পী ঃ

১. হায়দার হুসেন
২. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা
৩. দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়

অতিথি বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ঃ

১. রাধেশ্যাম গুপ্তা
২. মুরালী কুমার
৩. কাঞ্চন ভার্মা
৪. সব্যসাচী
৫. শ্রীধর চারী
৬. গ্লেন

শিশু নৃত্যশিল্পী ঃ

১. কথিকা দাস
২. নদী জামান
৩. কথি সাহা
৪. অবন্তী মন্ডল
৫. আনিসা চৌধুরী
৬. কথা সাহা
৭. নদী
৮. নির্ঝর
৯. রিদওয়ান

নৃত্য পরিচালক ঃ

নিপা চৌধুরী

কুশিলব

নিয়মিত শিল্পী ঃ

১. মাইশা আজিম
২. শমি
৩. কাকন
৪. ইভা মেহজাবিন
৫. আফরিন হক আলো
৬. অনিন্দ্য মবিন আহমেদ
৭. শাহেদ রহমান
৮. চঞ্চল মন্ডল
৯. ওমর চৌধুরী
১০. নিরুপমা রহমান
১১. নিয়াজ আহমেদ অংশু
১২. আব্দুলাহ্ আল-আমিন পিয়াল
১৩. দীপ্ত চৌধুরী

নিয়মিত বাদ্যযন্ত্র শিল্পী ঃ

১. সঞ্জয় বোস
২. পলাশ দত্ত
৩. রুবায়াত
৪. রেজা আলী
৫. পিনাকি
৬. গৌতম দত্ত
৭. সাজ্জাদ শিপু
৮. হিতেশ হিত্তি
৯. গৌরভ ভাস্মী
১০. শান্ত

উপস্থাপনা ঃ

১. গীতি
২. আতিক রহমান
৩. পিংকি
৪. মিতু বিশ্বাস

অতিথি শিল্পী ঃ

১. সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য
২. সিরাজুস সালেকিন
৩. রুকসানা
৪. আনিস
৫. দীপংকর রাজবংশী
৬. রাজীব বোস
৭. অভিজিত সরকার
৮. প্রিয়াংকা বিশ্বাস
৯. অভি তালুকদার
১০. মনিরুল ইসলাম
১১. ওস্তাদ আমিনুল হক
১২. চঞ্চল খান
১৩. ফারজানা আহমেদ কেয়া
১৪. শিল্পী দে
১৫. আতিকুর রহমান
১৬. সতীনাথ ভট্টাচার্য্য

কেউ কথা রাখেনি, আমরা রেখেছি

মেলবোর্ণের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন "শ্রোতার আসর" সবার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পাঁচ বছর অতিক্রম করল। এই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে বরণ করে নিতে আমরা আয়োজন করেছি পাঁচ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান- "পা পা করে পাঁচটি বছর"। আশা করছি আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত একটি সুন্দর সংগীত সন্ধ্যা উপভোগের আনন্দ নিয়ে আপনারা বাড়ি ফিরবেন। চলুন, এই দিনে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখি "শ্রোতার আসর"-এর জন্ম-কুষ্ঠিটা।

২০০৪ সালে "শ্রোতার আসর" একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ভিক্টোরিয়াতে নিবন্ধন পায়। তবে সংগঠনটির প্রথম পর্যায়ে গোড়াপত্তন হয় নব্বই দশকের প্রথম দিকে। তখন মেলবোর্ণ-এ বাংগালীর সংখ্যা ছিল কম, ছোট পরিসরে অনুষ্ঠানের অয়োজন করতো সংগঠকরা। সম্ভবতঃ Brunswick Primary School- এ সেই সময় "শ্রোতার আসর" প্রথম অনুষ্ঠান করে। সংগঠকদের মধ্যে সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য্য, হেমায়েত হোসেন ও ফরহাদুর রেজা প্রবাল ছিলেন অন্যতম। মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম অনুষ্ঠান "বসন্ত বরণ" নিয়ে ৫ই মার্চ ২০০৫ সালে নব উদ্দোমে আত্মপ্রকাশ করে "শ্রোতার আসর"। মেলবোর্ণের সংগীতপ্রেমী বাংগালীদের মাঝে বাংলা গানের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যের লালন, চর্চা, প্রচার ও প্রসারের অভিপ্রায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সংগঠকরা। গতানুগতিকতার বাহিরে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান উপস্থাপন, বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু ও শেষ, যান্ত্রিক গোলযোগহীন সুষ্ঠ-সুন্দর অনুষ্ঠান উপস্থাপন, প্রবেশ মূল্যহীন অনুষ্ঠান ও আপ্যায়ন - এই সবই আমরা নিয়ে এসেছি শ্রোতাদের কথা বিবেচনায় রেখে। সর্বপরি স্বকীয়তা দিতে চেয়েছি আমাদের প্রযোজিত অনুষ্ঠান মালায়।

"শ্রোতার আসর"-এর বার্ষিক বাজেট তৈরী হয় সদস্যদের চাঁদা, শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহযোগিতা, Victorian Multicultural Commission ও Local Council-এর অর্থায়নের উপর নির্ভর করে। তবে অর্থ কখনই আমাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে পারেনি। আমাদের মূল প্রেরণা সুধী দর্শক-শ্রোতা আপনারাই। আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসাই আমাদের আগামীর চলার পথের পাথেয়।

কামলাদের কথা

''শ্রোতার আসর''-এর সার্বিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য আছে একদল নিবেদিত প্রাণ, প্রচারবিমুখ, নির্মোহ ও নিভৃতচারী কামলার দল - যারা সবাই পর্দার আড়ালে কাজ করতে ভালবাসেন। নাম-যশ নয় শুধু সংগঠনের কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিতেই সদা প্রস্তুত। জীবন ও জীবিকার তাগিদে এদের অনেকেই এখন আর মেলবোর্ণে নেই কিন্তু সংগঠনের ডাক পড়লেই যার যার অবস্থান থেকে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সেজন্য দেখা যায় কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় গানের Music Compose করে পাঠাচ্ছেন আমেরিকা থেকে সংগীত পাগল পিয়াল, কেউ কেউ আবার ঢাকা থেকে সাংগঠনিক সহযোগিতা দিচ্ছেন, মঞ্চ ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য Pacific Island থেকে অনির্ধারিত ছুটিতে মেলবোর্ণে ছুটে আসেন নূরুর রহমান। এমনি একটা অলিখিত সাংস্কৃতিক ঐক্য সবাইকে এক বিনি সুতার মালায় গেঁথে রেখেছে। "শ্রোতার আসর"-এর মূল চালিকা শক্তি এই কাজ পাগল মানুষগুলো।

সাধারণত বছরের প্রথম মিটিং-এ ঠিক করে নেয়া হয় এ বছর ক'টা অনুষ্ঠান হবে, কি ধরণের অনুষ্ঠান হবে, কোন কোন শিল্পীদের আমন্ত্রন জানানো হবে এবং কে কোন অনুষ্ঠানে কি দায়িত্ব পালন করবে। সেই অনুযায়ী প্রথম থেকেই কাজগুলি ভাগ করে দেয়া হয়। সব কামলারাই উঠে পড়ে লেগে যান সুষ্ঠুরূপে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে -ভেন্যু ব্যবস্থাপনা, শিল্পী যোগাড়, মহড়া পরিচালনা, বিপিণন ও আপ্যায়ন সহ সব কাজেরই কাজী এই করিৎকর্মা কামলারা। শব্দ, আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনা সহ সব ধরনের কলাকুশলীই আছে আসরের।

"শ্রোতার আসর" -কে বলা যেতে পারে- ''One stop cultural shop''.

আমাদের প্রযোজিত অনুষ্ঠানমালা

বাংলা গানকে বাণী, সুর তাল ও লয় ভেদে বিভিন্ন ধারায় ভাগ করা হয়ে থাকে। আমরা গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন ধারার গান উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এই যেমনঃ লোকজ গান, আধুনিক গান, ছায়াছবির গান, দেশাত্ববোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ও ব্যান্ডের গান। তা ছাড়া যন্ত্রসংগীতের উপরও অনুষ্ঠান করা হয়েছে। বাংলাদেশের দু'জন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও হায়দার হুসেন এই "শ্রোতার আসরে" গান গেয়ে গেছেন। যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ভারতীয় বেশ ক'জন গুণী শিল্পী। অষ্ট্রেলিয়ার মূল ধারার শ্রোতাদের সম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে একটি বিশেষ সংগীত সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়েছিলো। এই প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে হয়েছে বেশ কিছু আসর। ২১ ফেব্রুয়ারী ও বৈশাখী মেলার মত জাতীয় অনুষ্ঠানও আয়োজন করেছে "শ্রোতার আসর", কখনো একক, আবার কখনো যৌথ উদ্যোগে; অংশ নিয়েছে বেশ কিছু চ্যারেটি অনুষ্ঠানে।

বর্ষ ক্রমানুসারে "শ্রোতার আসর" প্রযোজিত অনুষ্ঠানমালাঃ

২০০৫ - "বসন্ত বরণ" (মার্চ ২০০৫), "বৈশাখী ঝড়" (মে ২০০৫), "আমার যত গান" (জুলাই ২০০৫), "একতারা দোতারা" (সেপ্টেম্বর ২০০৫) ও "সুর লহরী" (নভেম্বর ২০০৫)।

২০০৬ - "সুরের এই ঝর্ণাধারা"(ফেব্রুয়ারী ২০০৬), "গানের ভুবনে" (মার্চ ২০০৬), "অরুণ আলোর অঞ্জলী"(মে ২০০৬), "গানের ভেলায় ভাসিয়ে বেলা" (জুলাই ২০০৬), "সপ্তসুর" (সেপ্টেম্বর ২০০৬), "চলতি সুর"(নভেম্বর ২০০৬)।

২০০৭ - "পূরবী" (ফেব্রুয়ারী ২০০৭), "জনপ্রিয় ২০''(জুলাই ২০০৭), "রূপালী পর্দায়"(সেপ্টেম্বর ২০০৭), "ভরা নদীর বাঁকে"(নভেম্বর ২০০৭)।

২০০৮- "ভূপালী" (মে ২০০৮), "বর্ণালী সুর"(আগষ্ট ২০০৮), "আমি অবাক হয়ে শুনি" (নভেম্বর ২০০৮)।

২০০৯ - "গীতালী"(মার্চ ২০০৯), "রূপালী পর্দায় ২" (জুলাই ২০০৯), "রংধনু"(আগষ্ট ২০০৯), "অরূপ অভিলাষী"(নভেম্বর ২০০৯)।

২০১০ - "পা পা করে পাঁচটি বছর"